চিরকুট ২০

খবরটা দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাসে আগুন দিয়েছে কেউ আর পুড়ে মারা গেছেন নয়জন মানুষ। তার মধ্যে বাচ্চা আর মহিলাও আছে। যথারীতি শুরু হয়ে গেছে কাদা ছোড়াছুড়ি। সবচেয়ে ভয়াবহ কথা বলেছেন ঢাকার পুলিশ কমিশনার। তিনি বলছেন যে তিনি জানেন কে এটা করেছে। ঘটনা ঘটার মাত্র কয়েক ঘন্টা পরই তিনি বিবিসিকে এ কথা বলেছেন, যাতে সুস্পষ্ট ভাবে বিরোধী দলকে ঈঙ্গিত করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের দুনীতিপরায়ন আর ধূর্ত সরকারী কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত মানুষকে বোকা বানাচ্ছে আর দোষারোপ হয় রাজনৈতিক নেতাদের উপর যাদের মুর্খতার কারনে সরকারী কর্মকর্তারা সকল অপকর্ম করে পার পেয়ে যায়। সকল মত পথের উর্দ্ধে উঠে সরকারে উচিৎ এ ধরনের ভয়াবহ কর্মের জন্যে দায়ীদের খুঁজে বের করা এবং আইনের কাছে সোপর্দ করা। না হলে এ ঋনের বোঝা বাড়তে বাড়তে সরকার আর বিরোধী দল সবাই তলিয়ে যাবে এমন ভাবে যে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। একসময় মানুষ হয়তো নিজেরাই এ বিচারের দায়িত্ব নিয়ে নেবে আর এটা হবে ভয়াবহ।

আরেকটা খবর – অবশ্যই বাংলাদেশ প্রসংগে। সেটা হচ্ছে বাংলা ভাই। এটাকে কেহ কেহ তালেবান বা আলকায়দা ষ্টাইলে বিপ্লব বা এ ধরনের কিছু একটা হিসাবে দেখতে চাচ্ছেন। আসলে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের অসুস্থ সামাজিক আর রাজনৈতিক অবস্থার একটা বাইপ্রডাক্ট মাত্র। একটা বিষয় লক্ষ্য করলে পরিষ্কার হবে। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আর শিবির একটা পরিপুরক শব্দ। গত শিকি শতাব্দী ধরে শিবির তার ব্রিডিং গ্রাইন্ড হিসাবে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করছে। তাতে বাংলাদেশে শিবির ভরে যাওয়ার কথা – তেমন ভাবে কি তারা সফল? যদি জামাতে ২৫ বৎসরে আয় ব্যয়ের হিসাব তার ডোনার আর প্যাট্রনরা চায় তবে জামাত নেতারা বিপদে পড়ে যাবে। শত শত কোটি টাকার বিশাল ব্যয়ের পরও তাদের ভোটা পার্সেনটেজ সিংগেল ডিজিট আর নিজেদের আদর্শ বিরোধী একজন নারীকে নেতা মেনে ২ জন মন্ত্রী! এটা তাদের বিশাল বিনিয়োগের তুলনায় একটা মুষিকাসম। বাজার অর্থনীতির বিবেচনায় জামাত একটা লুজিং কনসার্ন আর এটা বন্ধ করে দেওয়া বা বেসরকারী খাতে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ঠিক তেমনি বাংলা ভাই নামক প্রশাসনের এক ঠ্যাংগারে বাহিনীর সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষমতা নেই। একটা বিষয়তো আমাদের কাছে পরিষ্কার – যমুনা গ্রুপের মালিককে গলায় দড়ি দিয়ে টানতে পারে যে পুলিশ তারা বাংলা ভাইকে ধরে পড়ছে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য। বাংলাভাই কাদের জন্যে কাজ করছে এটা আরও পরিষ্কার হবে আগামী নির্বাচনের আগে । এ ছাড়া সর্বহারাদের প্রভাবে প্রশাসনের প্রার্থিত অবৈধ আয় থেকে যখন বঞ্চিত হচ্ছিল তখন প্রশাসনের জন্যে পুলিশের বাইরে আরেকটা প্রাইভেট বাহিনীর খুবই দরকার ছিল। একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না – গরুর গায়ের রং যাই হোক না কেন সব গরুই যেমন সাদা দুধ দেয় – সন্ত্রাসীদের যে মার্কাই হোক না কেন – তারা সবাই সন্ত্রাসী আর গনশত্রু। এখন আপনি এদের সর্বহারাই বলুন বা বাংলা ভাইই বলুন আর পুলিশ নামেই ডাকুন – আসলে সবাই এক – এরা মানুষের শত্রু, মানবতার শত্রু।

আমেরিকান যুদ্ধমন্ত্রী আজ ঢাকা সফরে গিয়েছেন। গরীবের বাড়ীতে হাতির গমন – বাংলাদেশের মানুষের বিনয়ে বিগলিত হওয়া কথা। কিন্তু তা না হয়ে প্রচন্ড বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হলো রামসফেল্ডকে। শুধু মোল্লারাই নয় – বাম এবং প্রগতিশীল অংশ এ বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে। সমস্যাটা কি, বামরাও কি আজ কাল ইসলামিষ্ট হয়ে গেল নাকি? আওয়ামীলীগের হরতাল এ বিক্ষোভে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে। শেষ খবর অনুসারে তিনি রিক্ত হস্থে ফিরছেন। আমেরিকার বশংবদ বাঙালিরা নিশ্চয় লজ্জায় মাথা হেট করে রেখেছেন। বাংলাদেশের মানুষ না হয় মুর্খ – তারা আমেরিকার তাবেদারি করে বিরাট লাভের বিষয়টা হয়তো বুঝে না। কিন্তু ইটালির মানুষও কি তাহলে মুর্খ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমেরিকান যোদ্ধা প্রেসিডেন্ট – যিনি একজন পতিত একনায়কের পিস্তল কোমরে গুজে তৃপ্তির হাসি হাসেন – তাকেও পড়তে হয়েছে প্রচন্ড বিক্ষোভের মধ্যে। যারা দেওয়ালের লিখা পড়তে ব্যর্থ তাদের জন্যে এ সকল ঘটনা কষ্টের বটে।

একটা খবর পৃথিবীর সকল মুসলমান বিদ্ধেষীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তুলেছে – তা হলো কানাডার সবচেয়ে বড় প্রদেশ অন্টারিও সরকার ইসলামী নিয়ম কানুনের আওতায় “শারিয়া আদালত” চালুর পদক্ষেপ নিয়েছে। মারাত্বক খবর বটে। যারা নর্থ আমেরিকাতে জিয়াউদ্দিনরা কিভাবে বাস করে বা আমেরিকা থেকে সকল মোল্লাদের বের করে দিতে হবে বলে ওয়েব পেজে লিখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে তাদের জন্যে এটা একটা কষ্টের খবর বটে। একজন বিশিষ্ট মুক্তমনা টরোন্টোতে বাস করেন। যেদিন ওন্টারিও সরকার শারিয়া আদালত চালুর অনুমতি দেন- তার পরদিন তাকে

দেখা গেল এ অনুষ্টানে কাঁপা কাপা গলায় কবিতা পড়ছেন। কোথাও শারিয়া আদালত নিয়ে তাকে একটা কথা বলতে শুনিনি। হয়তো তিনি খুশি এ ভেবে যে এখন আর শারিয়া আদালতের জন্যে নাইজেরিয়া বা বাংলাদেশে যেতে হবে না – তার নিজের শহর টরন্টোতেই আদালত এসে গেছে। যারা মুসলমাদের কথা শুনলে ভূত দেখার মতো করেন – তাদের এখনও সময় আছে ভাবার – মুসলমানদের গালাগালি করে দুকলম লেখলেই সমাজ বা পৃথিবীর পরিবর্তন হবে না। সমস্যার মূল কারন বুঝতে হবে, তার সাথে একটা কথা মনে রাখা দরকার যাদের কথা আমরা বলবো তারাও মানুষ।

ইদানিং মুক্তমনাদের ভীষন কষ্ট হচ্ছে। একে তো আমেরিকার নাজেহাল অবস্থা ইরাকে – তারপর বন্দী নির্যাতন নিয়ে এ ভয়াবহ অবস্থা। এর উপর এমনেষ্টি ইন্টান্যাশনাল বলছে আমেরিকাই পৃথিবীকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে। মারাত্বক কথা। আমেরিকা হচ্ছে যাদের কাছে স্বপ্নের দেশ – তাদের জন্যে তো এটা বিরাট ব্যাপর। আমেরিকা আবার তাদের মানবতা আর সভ্যতা বিরোধী কাজের তালিকায় একটা নতুন পদক্ষেপ যোগ করেছে। এটা হচ্ছে ২০০০ সালে স্বাক্ষর করা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত চুক্তিতে অংশগ্রহন করতে অস্বীকার করেছে । এ বিষয়ে এমনেষ্টির বক্তব্য দেখুন : On 6 May, the US government wrote to the UN Secretary-General to inform him that the USA did not intend to become a party to the Rome Statute of the International Criminal Court, and therefore "has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000". (http://web.amnesty.org/report2003/usa-summary-eng)
আমেরিকাও কি কম যায়, তারা বলছে – না, এক কথা ঠিক না, আমরা মানবতার ঠিকাদার। ঠিক যেমন এরশাদ তার কোন সমালোচনার জবাব দিতো। জবাবে এমনেস্টির মহাসচিব আইরিন খান বলেন – "The global security agenda promoted by the U.S. administration is bankrupt of vision and bereft of principle," আইরিন খান, তাইতো, ইসলামিষ্ট বলেইতো মনে হচ্ছে !

যাই বলতে চাই তাই হয় নেতিবাচক। কোন বিষয়ে কথা বলা মানেই হচ্ছে হতাশা আর আতঙ্ক নিয়ে কথা বলা। যেমন ধরুন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর যদি পুঁজিবাদী গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে দেশটাকে তছনছ না করে নিজের পায়ে দাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হতো তবে হয়তো আজকে বিভৎস চেহারা দেখতে হতো না। তেমনি যদি ৮০ দশকে ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাদ্দামকে ফ্রাঙ্কেস্টাইন বানানো না হতো বা রাশিয়াকে কাবু করার জন্যে ওসামা আর পাকিস্থানকে অস্ত্রসজ্জিত না করা হতো অথবা একবার আমেরিকা ইসারেয়েলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আবস্থান নিতো, তবে হয়তো আমাদেরকে অন্যরকম পৃথিবী দেখতে হতো আজ। যা হোক যা বলছিলাম, ভাল কথা বলা কঠিন। এ সম্পর্কে একটা কৌতুক মনে পড়ছে – এক ভদ্রলোক চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর প্রাত্যহিক জীবনের নতুন রুটিন হিসাবে প্রতিদিন সকালে পত্রিকা পড়ে শুনানোর জন্যে তার ছোট ভাইকে অনুরোধ করেন। ছোটভাই খবর পড়ছেন– সব খবরই নেতিবাচক, যেমন কোনটা খুন, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। ভদ্রলোক রেগে ছোট ভাইকে বললো – ভাল কোন খবর পেলে পড়ো। সে অনেক খোঁজাখুজি করে তবে পেল – "সুমন বৃত্তি পেয়েছে"। সে একই ভাবে যখন ৮০ দশকের পর পৃথিবী যখন নিরস্ত্রীকরন আর নির্মল পরিবেশ নিয়ে আশাবাদী হলো তখন মুনাফা লোভী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কারনে পৃথিবী আজ এক বিপদজ্জক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আমি একটা ভাল খবর দিতে পারি – সেটা হলো বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ১ম টেষ্টে ৩ সেঞ্চুরীসহ ৪০০ রান করে চমৎকার খেলেছে। সেটাই আপাতত ভাল খবর।

একটা শেষ কথা বলে আজ বিদায় নেব। অভিজিৎ রায় আমাকে বলছে আমি বসে আছি তাকে রুদ্র বানানোর জন্যে। আপনার কাছে অনুরোধ দয়া করে রুদ্র সংক্রান্ত মুখোশের শেষ লাইন কয়টা আবার পড়বেন। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ – বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া বিপজ্জনক। আর আমার কাজ হলো –আপনারা ১৪০০ বৎসর আগের একজন মানুষের বেডরুমের যে নির্ভুল বর্ননা দেন সে ক্ষেত্রে আপনার নিজেরা কতটা সত্যভাষন দিচ্ছেন সেটা একটু যাচাই করা। যেমন আপনার বিষয়তো পরিস্কার । আপনি বুক ফুলিয়ে বলছেন – না, আমি কখনো ছদ্ম নামে লিখিনি। আপনি যে "মুনাফিক" "নাস্তিক" নামে বিভিন্ন ফোরামে বিচরন করেছেন সেটা তো সত্য। নতুন করে কি আপনার সততার কথা বলার জন্যে বসে থাকার দরকার আছে? অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি কেন লেখকদের পরিচয় নিয়ে ব্যস্ত। আসলে কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। অনেক লেখক আছেন যারা ছদ্ম নামে লিখেন – তাদের নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। সমস্যা হয় বর্নচোরাদের দিয়ে। যেমন – কামরান মির্যা । তিনি যদি কামরান মির্যা – যা তার ছদ্ম নাম সেটা নিয়ে লেখেন তাতে সমস্যা হওয়ার কথা না । কিন্তু যখন তার আসল নাম নিয়ে লেখেন যাতে ছদ্ম নামের প্রশংসা থাকে তখন পাঠকরা বিভ্রান্ত হন। আমি তখন নিজের উদ্যোগে দায়িত্ব নিয়ে পাঠকদের সামনে বর্ণচোরাদের চেহারাটা একটু দেখাতে চেষ্টার করি। কেন করি? ভাই, সমস্যাটা শুরু হয়েছে ৩য় শ্রেণীতে পড়ার সময়। আপনাদেরও

নিশ্চয় মনে আছে সে কাক আর শৃগালে ছবিসহ গল্পটা। শেষ লাইনটা ছিল – “দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় ভুলিও না” । কামরান মির্যা ইরাক যুদ্ধের আগে ১০ দফা ফতোয়াসহ যে হারে তর্জন গর্জন করেছেন তাতে সাধারন মানুষ ভয়ে তাকে বুশের ছোট ভার্সান ভেবেছে। এখন ইরাকে আমেরিকান “সোনার ছেলে মেরিনদের” নৈতিক পরাজয়ের পর তিনি চলে গেছেন আবার তার পুরোনো ব্যবসায় “ইসলাম এবং ....”। আর অভিজিৎ রায় তার বইকে মুক্তমনাদের অবশ্য পাঠ্য তালিকার এক নাম্বারে রেখে প্রমান করেন – “রতনে রতন চেনে .... ”। অভিজিৎ বাবু আপনি কি সৎ ভাবে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কামরান মির্যা কোন সংঙায় একজন এথিষ্ট এবং মুক্তমনা হওয়ার জন্যে তার মতো একজন একচক্ষু বিশিষ্ট লেখকের অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পড়া জরুরী ? কারন কি শুধু তিনি চক্ষু বন্ধ করে মুসলমানদের গালাগালি করতে পারেন। আর যতদিন পর্যন্ত কামরান মির্যার মতো লেখকের বই পড়াটাকে আপনারা এক নাম্বার প্রায়োরিটি দেবেন তত দিন পর্যন্ত আপনারা যত রকম সুন্দর কথাই বলুন না কেন পাঠকের কাছে আপনার সে ধুর্ত শিয়ালের মতোই উপস্থিত হবেন।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
জুন ০৬ , ২০০৪